

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট
দেওয়ানি আপীলের অধিকারক্ষেত্র
দেওয়ানি আবেদন নং ৬৫০০/২০০৮

ত্রিপুরা রাজ্য এবং অন্যান্য আবেদনকারী(গণ)

বনাম

চন্দন দেব এবং অন্যান্য উত্তরদাতা(গণ)

সঙ্গে

দেওয়ানি আবেদন নং ৬৫০২/২০০৮

সঙ্গে

দেওয়ানি আবেদন নং ৬৫০১/২০০৮

সঙ্গে

দেওয়ানি আবেদন নং ৩৯৮৫/২০০৯

সঙ্গে

দেওয়ানি আবেদন নং ৩৯৮৪/২০০৯

সঙ্গে

দেওয়ানি আবেদন নং ৫৮৭৭/২০২২ রায়

মাননীয় বিচারপতি : শ্রী এম আর শাহ

১. গুয়াহাটি উচ্চ আদালত ২৯.০৮.২০০৭ তারিখে রায় ও আদেশ প্রদান করে যার মাধ্যমে উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের দাখিলকৃত রিট আবেদনগুলি খারিজ করে দেয় যেগুলি একক বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং

আদেশের বিরুদ্ধে ছিল যাহাতে তিনি ত্রিপুরা বিক্রয় কর বিধি , ১৯৭৬-এর (অতঃপর 'টি.স.টি. বিধি ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বিধি নং ৩(ক)২-কে ত্রিপুরা বিক্রয় কর আইন, ১৯৭৬ (অতঃপর 'টিএসটি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর নিয়মবিরুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত দেন এবং মূল রিট আবেদনকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনগুলিকে আংশিকভাবে মঞ্জুর করেন তার সঙ্গে মাননীয় একক বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশের সেই অংশটিকে বাতিল করে দেন যেখানে তিনি রায় দেন যে মূল রিট আবেদনকারীরা টি.স.টি. আইনের ৩(ক)(ক) নং ধারার অধীনে দায়বদ্ধ। গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের উক্ত রায় এবং আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে ত্রিপুরা রাজ্য এই আবেদনটি দায়ের করে।

২. যে ত্রিপুরা বিক্রয় কর আইন, ১৯৭৬ প্রণীত করা হয় ১৯৭৬ সালে, যেখানে ত্রিপুরায় নির্দিষ্ট কিছু পণ্য বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করার বিধান রয়েছে। ধারা ৩(ক)-তে কাজের চুক্তি সম্পাদনের সাথে জড়িত পণ্যগুলিতে সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর প্রদানের বিধান রয়েছে ধারা ৩কক-তে টাকা পরিশোধের সময় কর কাটার বিধান রয়েছে ৪৪ নং ধারায় বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। টি.এস.টি আইনের ৪৪ নং ধারা-এর অধীনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে , ত্রিপুরা বিক্রয় কর বিধি, ১৯৭৬ প্রণয়ন করা হয়েছিল। বিধি ৩ক(২)-এ পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের উপর ৪% এর সমান উৎসে কর কাটার বিধান রয়েছে।

২.১ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব বিভাগ টি.এস.টি আইনের ধারা ৩(ক)-এর অধীনে উৎসে ৪% কর কাটার জন্য ১৯৯২ সালে স্মারকলিপি জারি করেছিল।

২.২ ও.এন.জি.সি., গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, এফ.সি.আই., গাড়ি ভাড়া করার জন্য টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে কার্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। মূল রিট আবেদনকারী এবং যথাক্রমে গেইল, ও.এন.জি.সি., এফ.সি.আই., ইত্যাদির মধ্যে যথাক্রমে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

২.৩ মূল রিট আবেদনকারী - অর্থাৎ যানবাহনের সরবরাহকারীরা মাননীয় একক বিচারপতির নিকট রিট আবেদন দাখিল করে টি. এস. টি বিধির ৩ক(২)-এর ক্ষমতাকে আপত্তি জানায় এবং কেটে নেওয়া অর্থ এই ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করে যে, টি. এস. টি আইনের অধীনে পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের উপর বিক্রয় কর আরোপ করার কোনও বিধান নেই এবং তাই, টিএসটি বিধি নং ৩ক, যা পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরকারকের বিল পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য ৪% স্থির হারে উৎসে বিক্রয় কর কাটা বাধ্যতামূলক করে তোলে তা টিএসটি আইনের নিয়মবিরুদ্ধ। বিধি ৩(ক)-এর প্রতি আপত্তি করার আরেকটি কারণ ছিল যে বিধি ৩(ক)-এ ক্ষমতা অর্পনের অভাব আছে এবং তাই ১৯৯২ সালে জারি করা স্মারকলিপিটি অবৈধ এবং তা প্রয়োগ করা যাবে না।

২.৪ সমস্ত রিট আবেদনগুলি রাজ্যের দ্বারা এই যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করা হয়েছিল যে জড়িত লেনদেনগুলি টি.এস.টি. আইনের ২(ছ)(ii)-এর অর্থের অনুযায়ী 'বিক্রয়' হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, এবং টি.এস.টি আইনের ৩(i) ধারার দ্বিতীয় বিধান অনুসারে, যে কোনও উদ্দেশ্যে কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূল্যবান অর্থের ৪% হারে কর প্রদেয় হবে এবং তাই, বিধি ৩(ক)(২), বিক্রয় কর পুনরুদ্ধার করার একটি পদ্ধতি নির্ধারিত করে যা অন্যথায় বকেয়া এবং প্রদেয় এবং এইভাবে বিধি ৩(ক)(২)-টি বৈধ।

২.৫. মাননীয় একক বিচারপতি বিধি ৩(ক)(২)-কে টি.এস.টি. আইনের নিয়মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তবে, মাননীয় একক বিচারপতি তুলে ধরেন যে সরবরাহকারীরা টিএসটি আইনের ৩ক ধারার অধীনে বিক্রয় কর দিতে দায়বদ্ধ। বিজ্ঞ একক বিচারকের রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চে রাজ্য রিট আবেদন দায়ের করেন। মূল রিট আবেদনকারী- অর্থাৎ সরবরাহকারীরাও মাননীয় একক বিচারপতির রায়ে সেই অংশে ক্ষুব্ধ হয়ে বিভাগীয় বেঞ্চে রিট আবেদন

দায়ের করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে মূল রিট আবেদনকারী - অর্থাৎ সরবরাহকারীরা টিএসটি আইনের ৩কক ধারার অধীনে বিক্রয় কর দিতে দায়বদ্ধ।

২.৬ বিভাগীয় বেঞ্চ নিম্নলিখিত দুটি বিষয় বিবেচনা করে :

(i) কোনও ব্যক্তির যে কোনও উদ্দেশ্যে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরকারীর বিল থেকে বিক্রয় কর প্রদানের জন্য উৎসে কর কাটার নির্দেশ দেওয়ার জন্য রাজস্ব বিভাগের অধিকার নিহিত রয়েছে কি?

(ii) বিধি ৩ক(২) কি অপিত আইনের অংশ?

২.৭ রিট আবেদনগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন, টি. এস. টি আইনটি ০১.০৪.২০০৪ ইং তারিখ থেকে ত্রিপুরা ভ্যাট আইন, ২০০৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতএব, এই বিবাদটি ০১.০৪.২০০৪ এর আগের সময়ের জন্য।

২.৮ বিতর্কিত অভিন্ন রায় ও আদেশ দ্বারা উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ রাজ্যের আবেদনগুলি বাতিল করে দিয়ে এবং মূল রিট আবেদনকারীদের- অর্থাৎ সরবরাহকারীদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং রায় দিয়েছেন যে বিধি ৩(ক)(২) টি.এস.টি বিধি এবং টি.স.টি. আইনের নিয়মবিরুদ্ধ উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ মাননীয় একক বিচারপতির রায়ের সেই অংশটিও বাতিল করে দিয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল যে সরবরাহকারী-মূল রিট আবেদনকারীরা টিএসটি আইনের ৩কক ধারার অধীনে দায়বদ্ধ।

২.৯ উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত অভিন্ন রায় এবং আদেশটিতে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে, ত্রিপুরা রাজ্য বর্তমান আপিলগুলিকে দায়ের করেছে।

২.১০ এই আদালত অনুমতি দেওয়ার সময় আইনের নিম্নলিখিত প্রশ্নটি তৈরি করেছেঃ

“টি.এস.টি বিধির বিধি নং ৩(ক)-এর উপ-বিধি নং (২)-কে কি 'টিএসটি আইন'-এর বিধানাবলীর বিপরীতে নিয়মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করা যেতে পারে, যদিও ধারা ৩(১)-এ কোন উদ্দেশ্যে কোন পণ্য ব্যবহার করার অধিকার হস্তান্তরের উপর ৪% বিক্রয় কর ধার্য করার জন্য স্পষ্ট বিধান রয়েছে?”

৩. শ্রীমতি মাধবী দিওয়ান, বিজ্ঞ এ. এস. জি এবং বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী শুভদীপ রায়, ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন, সমস্ত বিষয়গুলিতে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী আহাম্মেদ হেনরি, ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন, ও. এন. জি. সি-র পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সোমিরাম শর্মা এবং এফ. সি. আই-এর পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী অভয় কুমার উপস্থিত ছিলেন।
৪. বিজ্ঞ এ. এস. জি শ্রীমতী মাধবী দিওয়ান রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হয়ে দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং টি . এস. টি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করে, উচ্চ আদালত টি. এস. টি বিধির ৩(ক)(২)-কে টি. এস. টি আইনের আওতার বাইরে/নিয়মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করে একটি অত্যন্ত গুরুতর ভুল করেছে।
- ৪.১ এটি পেশ করা হয় যে, ৩ক-এর মতো নিয়ম, যেটি উৎসে কর কাটার বিধান দেয়, এটি টি. এস. টি আইনের অধীনে কর আরোপ করার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতিগত বিধান। নিয়ম ৩(ক) (২) বিক্রয়যুক্ত লেনদেনে কর জমা করার পদ্ধতির বিধান প্রদান করে এবং কর দিতে দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে, অর্থাৎ টি. এস. টি আইনের অধীনে ব্যবসায়ীকে(ডিলার) অথবা কর প্রদানের দায়বদ্ধতাকে কোনভাবেই পরিবর্তন করে না।

৪.২ আরও বলা হয়েছে যে, ও. এন. জি. সি, গেইল এবং এফ. সি. আই দ্বারা যানবাহন ভাড়া করার লেনদেন টি.এস.টি আইনের ধারা ২(ছ)-এর অধীনে বিক্রয়ের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এবং করের সাপেক্ষে। এটি তুলে ধরা হয় যে টি. এস. টি আইন একটি বিবেচিত বিক্রয়-এর ব্যবস্থা প্রদান করে যেখানে 'যে কোনও উদ্দেশ্যে যে কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকার স্থানান্তর' রয়েছে। এটি বলা হয় যে লেনদেনের বিষয়টিতে, গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তাই, লেনদেনটি টি.এস.টি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিক্রয়। টি.এস.টি. আইনের ধারা ২ (ছ)-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

৪.৩ এটি বলা হয় যে, সরবরাহকারী হস্চেচন ধারা ২(ছ)(২)-এর অর্থের অধীনে সরবরাহ বা হস্তান্তর করছেন এমন একজন ব্যক্তি এবং তিনি টি.এস.টি আইনের ধারা ২(খ)-এর অধীনে প্রদত্ত 'ডিলার' শব্দটির সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন। এটি বলা হয় যে, তাই সরবরাহকারী- অর্থাৎ মূল রিট আবেদনকারী 'ডিলার'-এর সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে, যেহেতু টি.এস.টি. আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিষয়বস্তুর পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করে করযোগ্য পণ্য 'বিক্রয়' করছেন।

৪.৪. শ্রীমতি দিওয়ান, বিজ্ঞ এ.এস.জি. আরও বলেন যে ধারা ৩ (১) হল টি.স.টি. আইনের আরোপ প্রক্রিয়ার ধারা, যা কর আরোপের ব্যবস্থা করে এবং ব্যবসায়ীকে সেই অর্থে কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ করে।

৪.৫ এটি তুলে ধরা হয় যে টি.এস.টি. আইনে অর্পিত আইনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং টি.স.টি. বিধির ধারা ৪৪-এ নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৪.৬. এটি উপস্থাপিত করা হয় যে, ৪৪ নং বিধির অধীনে নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উৎসে কর কাটা সহ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত। এটি তুলে ধরা হল যে অতএব বিধি ৩ (ক)(২) যা পণ্য

ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরকারীর দ্বারা উৎসে কর কাটার ব্যবস্থা করে এটি একটি পদ্ধতিগত বিধান যা বিধিতে সরবরাহ করা যেতে পারে। এটি পেশ করা হয় যে, ৪৪ নং ধারা -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত সমস্ত নিয়ম রাজ্য আইনসভার সামনে রাখা হয়েছে।

৪.৭ আরও বলা হয় যে বিতর্কিত ৩ক (২) বিধিটি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কর প্রদান করার দায়বদ্ধতাটি কোনভাবেই পরিবর্তন করে না এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তি -ই কর প্রদান করার জন্য দায়বদ্ধ থাকে।

৪.৮ ইহা বলা হয় যে এই ৩ক (২) বিধিটি তৈরী করা হয় কেবল মাত্র সেই পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করলে উৎসে কর কাটেন এবং সেটি রাজস্ব সহ জমা করেন। ইহা বলা হয় যে এটি কোনওভাবেই কর ধার্য করা অথবা প্রদান করার দায়বদ্ধতা পরিবর্তন করে না। ইহা বলা হয় যে সুতরাং, উৎসে কর কাটা সম্পর্কিত বিধানগুলি পদ্ধতিগত বিধান। একটি পদ্ধতিগত বিধান হওয়ায়, বিধিগুলিতে এই বিধানটি দেওয়া যেতে পারে।

৪.৯ ইহা বলা হয় যে, উৎসে কর কাটা হলেও এটি মূল কর পরিশোধ করা বা কর মূল্যায়ন করাও নয়। এটি বলা হয় যে বর্তমান মামলাতে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি কে-ই কর পরিশোধ এবং মূল্যায়ন করতে হবে। পি.আই.এল.সি.ও.এম বনাম সি.আই.টি, (২০২০) ১৯ এস.সি.সি ৪০৯ (অনুচ্ছেদ ৩৬ থেকে ৩৮) মামলাতে, আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

৪.১০ শ্রীমতি মাধবী দিওয়ান, বিজ্ঞ এ. এস. জি আরও বলেন যে সি. আই. টি বনাম এলি লিলি অ্যান্ড কোং (ইন্ডিয়া) (পি) লিমিটেড (২০০৯) ১৫ এস.সি.সি. ১, এই আদালত এই বিষয়টি বিবেচনা করে সন্তুষ্ট হয় যে উৎসে কর কাটা সংক্রান্ত বিধানগুলি কেবলমাত্র পদ্ধতিগত বিধানের ভিত্তিতে শুধু সংক্রান্ত বিধানগুলির থেকে স্বাধীন কিনা।

8.১১ শ্রীমতি দিওয়ান, বিজ্ঞ এ. এস. জি আরও বলেন যে বর্তমান মামলাতে, টি. এস. টি আইন এবং বিধি একটি বৈধ কর বিধির ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে পূরণ করে এবং কর বিধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান প্রদান করে । এটি বলা হয় যে সি. সি. ই অ্যান্ড কাস্টমস বনাম লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড, (২০১৬) ১ এস. সি. সি ১৭০ মামলাতে, এই আদালতের পর্যবেক্ষণ এবং রায় অনুযায়ী অ্যান্ড কাস্টমস বনাম লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড , (২০১৬) ১ এস. সি. সি ১৭০ মোকদ্দমায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণ করে এবং তুলে ধরে যে বৈধ কর ধার্য করার ক্ষেত্রে চারটি উপাদান থাকবে যথা -

- (i) ধার্য করার বৈশিষ্ট্য তার প্রকৃতি দ্বারা পরিচিত যা কর প্রদান করা নির্ধারণ করে শুল্কর উপর ভিত্তি করে;
- (ii) সে ব্যক্তির প্রতি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যার উপর শুল্ক ধার্য করা হয় এবং যিনি কর দিতে বাধ্য ;
- (iii) যে হারে কর ধার্য করা হয় এবং
- (iv) করের দায়বদ্ধতা হিসাব করার জন্য যে পরিমাণ অথবা মূল্যের উপর দর কষা হবে।

ইহা বলা হয় যে বর্তমান মামলাতে একটি বৈধ কর বিধির ক্ষেত্রে সমস্ত উপাদানগুলি টি.এস.টি আইন এবং টি.এস.টি বিধিগুলির অধীনে দেওয়া আছে।

8.১২ আরও বলা হয় যে, ৩ক(২) বিধিটি প্রবর্তনের মাধ্যমে কর ধার্য করার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি বা কোনও নতুন শুল্ক ধার্য করা হয়নি এবং ৩ক (২) বিধিটি শুধুমাত্র উৎসতে কর কাটার পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে এবং তাই, ৩ক (২) বিধিটিকে টি. এস. টি আইন ও টি. এস. টি বিধির পরিপন্থী বলা যায় না, যা উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেন ও তুলে ধরেন।

উপরিউক্ত উপস্থাপনগুলির মাধ্যমে বর্তমান আপিলটি মঞ্জুর করার প্রার্থনা করা হল।

৫. সংশ্লিষ্ট বিবাদী নং ১- মূল রিটের আবেদনকারী - সরবরাহকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী এই সমস্ত আপিলগুলির বিরোধিতা করেন। ইহা জোরালোভাবে বলা হয় যে এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ টি.এস.টি বিধির ৩ক(২) বিধিটিকে টি.এস.টি আইন এবং টি.এস.টি বিধির পরিপন্থী হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি।
- ৫.১ ইহা বলা হয় যে, বিজ্ঞ একক বিচারপতি রিটের আবেদনগুলি মঞ্জুর করেন এবং ৩ক ধারার ২ নং উপ-বিধি যেখানে উৎসতে ৪ শতাংশ হারে বিক্রয় কর কাটার কথা বলা হয়েছে সেটিকে টি.এস.টি আইনের পরিপন্থী হিসেবে তুলে ধরেন এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা স্মারকলিপি যেখানে সংস্থাগুলির দ্বারা যানবাহন সরবরাহকারীদের বিলের টাকা পরিশোধ করার সময় বিক্রয় কর কাটার কথা বলা হয়েছে সেটি বাতিল করেন। যাইহোক, বিজ্ঞ একক বিচারপতি তুলে ধরেন, যে পক্ষগুলি গাড়ি ভাড়া দিয়েছেন, টি.এস.টি আইনের ৩কক ধারার ফলে তারা বিক্রয় কর দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন। ইহা বলা হয় যে উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারপতির রায় ও আদেশকে সঠিক বলে নিশ্চিত করেছে টি.এস.টি বিধির ৩ক(২) বিধিটিকে নিয়মবিরোধী ঘোষণা করে এবং বিজ্ঞ একক বিচারপতি দ্বারা রেকর্ড করা তথ্য এবং ফলাফল যেখানে বলা হয়, যে পক্ষগুলি ভাড়ায় যানবাহন দিয়েছেন, আজও তাদের বিক্রয় কর সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা অব্যাহত থাকবে টি.এস.টি আইনের ৩কক ধারার ফলে, সেগুলিও যথাযথভাবে বাতিল করে দেয়। ইহা বলা হয় যে উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ টি.এস.টি আইনের ৩কক ধারার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞ একক বিচারপতির দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিকভাবে সংশোধন করেছেন।

৫.২ বিবাদী-সরবরাহকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বিতর্কিত রায় ও আদেশে যথাযথভাবে এটি বিবেচনা করে এবং তুলে ধরে যে করযোগ্য পণ্য বিক্রয়ের উপর বিক্রয় কর ধার্য করা যেতে পারে এবং এই আইনের অধীনে বিক্রয় কর প্রদানের দায়বদ্ধতা একজন নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর এবং যে কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় কর দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ করা যাবে না যেমনটি টি এস. টি বিধির ৩ক বিধির ২ নং উপ-বিধির অধীনে রাজ্য সরকার করেছে। ইহা বলা হয় যে ২ নং উপ-বিধিতে যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন উদ্দেশ্যে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করার সময় বিক্রয় কর কেটে নেওয়া আবশ্যিক, তবে টি.এস.টি আইনের বিধানগুলিতে উল্লেখ করা হয় যে যারা করযোগ্য পণ্যের নিবন্ধিত ব্যবসায়ী তারা-ই বিক্রয় কর প্রদান করবে এবং এমনকি যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন পণ্যের অধিকার হস্তান্তর করার ক্ষেত্রেও বিক্রয় কর ধার্য/কেটে নেওয়া যেতে পারে যদি হস্তান্তরের অধিকার করযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে হয় এবং সেটি এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত ব্যবসায়ী দ্বারা করা হয়।

৫.৩ উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ আরও উল্লেখ করে এবং তুলে ধরে যে কাজের চুক্তির উপর বিক্রয় কর ধার্য করার ক্ষেত্রে টি. এস. টি আইনে চার্জিং বিভাগ রয়েছে যা সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নেই যারা কোন উদ্দেশ্যে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের সাথে জড়িত আছেন।

৫.৪ আরও বলা হয় যে, এখানে বিবাদী-সরবরাহকারী, যারা যানবাহন দিয়েছেন ব্যবহার করার জন্য তারা ব্যবসায়ী নয় এবং বিক্রয় কর আইনের অধীনে নিবন্ধিত নয় এবং কাজ চলাকালীন তারা কোন পণ্য বিক্রয় করেনি এবং টি. এস. টি আইনের অধীনে একজন নিবন্ধিত ব্যবসায়ী না হয়ে যেহেতু যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করা হয় এবং যেহেতু হস্তান্তর করা পণ্য কোন করযোগ্য পণ্য নয় সেহেতু ৪ শতাংশ হারে বিক্রয় করের পরিমাণ টি.এস.টি আইন অথবা টি.এস.টি বিধির অধীনে কেটে নেওয়া যায় না, সুতরাং,

বর্তমান মামলাগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন কেটে নেওয়া টাকা রাজ্য সরকার /সংস্থা কর্তৃক বেশিরভাগ যানবাহন সরবরাহকারীকে ফেরত দেওয়া হয়।

- ৫.৫ বিবাদী সরবরাহকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে , বর্তমান আপিলগুলি বিচারাধীন থাকাকালীন এবং উচ্চ আদালতের বিতর্কিত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে কোন স্মৃতিতাদেশ না থাকায়, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার / সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বিবাদী-মূল সরবরাহকারীদের বকেয়া ও প্রদেয় অর্থ ফেরত দেয়, সুতরাং, এখন যেহেতু উচ্চ আদালতের বিতর্কিত রায় ও আদেশ রাজ্য সরকার/সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে, সেহেতু এখন উচ্চ আদালতের বিতর্কিত রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।
- ৫.৬ ইহা বলা হয় যে, যারা সংস্থার কর্মীদের ব্যবহারের জন্য ভাড়া যানবাহন দিচ্ছিল তাদের উপর বিক্রয় কর কাটা/ ধার্য করার জন্য এই আইনে কোন চার্জিং ধারা না থাকায়, সেটি এই বিধির অধীনে দেওয়া যেত না। ইহা বলা হয় যে উচ্চ আদালত যথাযথভাবে যেটি পর্যবেক্ষণ করে এবং তুলে ধরে , সেই অনুযায়ী এই আইনে চার্জিং বিভাগ এর অভাবে এই আইনের শর্তের অধীনে যা করা যায় না তা পরোক্ষভাবে বিধিগুলির সাহায্য নিয়েও করা যাবে না কারণ, এই বিধিগুলি আইনের শর্তের বাইরে যেতে পারে না। সুতরাং, ইহা বলা হয় যে টি. এস. টি বিধির অধীনে ৩ক বিধির ২ নং উপ-বিধিকে টি. এস. টি আইনের পরিপন্থী হিসাবে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
৬. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর কথা শোনা হল।
৭. সূচনাতে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে আপিল মঞ্জুর করার সময় , এই আদালত আইন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে যা নিম্নরূপঃ

"যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে ৪ % হারে বিক্রয় কর ধার্য করার জন্য ৩(১) ধারাতে স্কস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও, টি. এস. টি আইনের ৩ক বিধির উপ-বিধি (২)-কে 'টি. এস. টি আইনে' যে শর্তগুলি দেওয়া হয়েছে তার পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা যেতে পারে কি?"

৮. বিজ্ঞ একক বিচারপতি সরবরাহকারী /ব্যবসায়ীদের দ্বারা পেশ করা রিটের আবেদনগুলি মঞ্জুর করার সময় টি.এস.টি বিধির ৩ক (২) বিধিটিকে টি.এস.টি আইনের পরিপন্থী বলে তুলে ধরেন এবং ঘোষণা করেন এবং যে কোন পণ্য ব্যবহার করার জন্য কোন অধিকার হস্তান্তর করেছেন এমন কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করার সময় ৪ % হারে বিক্রয় কর কাটার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সরকার যে স্মারকলিপি জারি করেন সেটি বাতিল করে দেন। যাইহোক, বিজ্ঞ একক বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তুলে ধরেন যে, যানবাহন ভাড়া দিয়েছেন যে পক্ষগুলি, টি.এস.টি আইনের ৩কক ধারার ফলে তারা বিক্রয় কর দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন। এই বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারপতির প্রদত্ত রায় ও আদেশ যেখানে টি . এস. টি বিধির ৩ক (২) বিধিটিকে পরিপন্থী ঘোষণা করা হয়, সেটিকে কেবল বহালই রাখেননি, সেইসঙ্গে বিজ্ঞ একক বিচারপতির রেকর্ড করা তথ্য যেখানে বলা হয় যে, যানবাহন ভাড়া দিয়েছেন যে পক্ষগুলি, টি.এস.টি আইনের ৩কক ধারার ফলে তারা বিক্রয় কর দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন, সেগুলিও খারিজ করে দেন। অতএব, এই আদালতে বিবেচনা করার জন্য এবং এই আদালত কর্তৃক আপিলের অনুমতি দেওয়ার সময় প্রণীত আইনের প্রশ্ন অনুসারে যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় তা হল , যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হারে বিক্রয় কর ধার্য করার জন্য ধারা ৩(১)-এ স্কস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও টি .

এস. টি আইনের ৩ক-বিধির ২ নং উপ-বিধিকে টি. এস. টি আইনে দেওয়া বিধানগুলির পরিপন্থী বলা যেতে পারে কি না?

৮.১ উপরোক্ত প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময় টি. এস. টি আইন এবং টি. এস. টি আইনের বিধিগুলির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উল্লেখ করতে হবে যা নিম্নরূপঃ

"২ (খ) "ব্যাপারী" "অর্থ এমন কোনও ব্যক্তি যিনি ত্রিপুরায় তাঁর দ্বারা নির্মিত, তৈরি বা প্রক্রিয়াজাত করযোগ্য পণ্য বিক্রি করেন বা ত্রিপুরায় বিক্রির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার বাইরের কোনও জায়গা থেকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন [এবং সরকার এবং যেকোনো বিক্রয়কারী ব্যক্তি ৩(ক) ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত];"

"২ (ছ) "বিক্রয়" "মানে হচ্ছে সম্পত্তির হস্তান্তর, পণ্যের জন্য অর্থপ্রদান কিংবা বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিষয় বিবেচনার জন্য যে বিষয়গুলি এর মধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) যে কোনো পণ্য সরবরাহ ভাড়া অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে অথবা কিস্তিতে অর্থপ্রদানের কোনো ব্যবস্থা;

(ii) নগদ অর্থ, বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা অন্যান্য মূল্যবান বিষয় বিবেচনার জন্য (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হোক বা না হোক) কোনও উদ্দেশ্যে কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকারের যে কোনও হস্তান্তর এবং কোনও পণ্যের বিতরণ বা স্থানান্তর, সেই ব্যক্তির দ্বারা সেই পণ্যগুলির বিক্রয় বলে মনে করা হবে অথবা যিনি সেই পণ্যগুলি সরবরাহ বা স্থানান্তর করছেন এবং সেই ব্যক্তির দ্বারা সেই পণ্যগুলি ক্রয় করেছেন এবং যার কাছে এই জাতীয় বিতরণ বা স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে বন্ধক, দায়বদ্ধতা বা অঙ্গীকারের দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত নয়।

XXX XXX XXX

"৩ (১) করযোগ্য পণ্যের প্রত্যেক ব্যবসায়ী এই আইনের সাথে সংযুক্ত তফসিলের (৩) কলামে নির্দিষ্ট হারে তার সম্পূর্ণ লেনদেনের উপর কর প্রদান করবেনঃতবে, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬ -এর ধারা নং ১৪ ও ১৫ - এর বিধানাবলী সাপেক্ষে রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করে এবং শর্ত আরোপ করতে পারে এবং তার উপর করের উচ্চতর হার নির্ধারণ করতে পারে [এই আইনের অধীনে প্রদেয় করের কোনও করযোগ্য পণ্য বা করযোগ্য পণ্যের শ্রেণীর বিক্রয়ের কারণে এই আইনের অধীনে প্রদেয় করের অনধিক চল্লিশ শতাংশ বা কোনও কম হার ধার্য্য হবে; এবং এরপরে তফসিলটি সেই অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে বলে মনে করা হবেঃ

.....

তবে শর্ত থাকতে পারে যে, কোনও উদ্দেশ্যে (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হোক বা না হোক) কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে করের হার ধার্য্য হবে ৪ %।

"ধারা ৩কক পরিশোধের সময় করের ছাড়কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি কে যে কোনো রকম অর্থ প্রদান করার সময় এই আইনের ধারা নং ৩ক এর অধীনে কর প্রদান করতে দায়বদ্ধ। সেই ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার সময় অথবা নগদ অর্থ প্রদান করার সময় বা চেক অথবা ড্রাফট প্রদান করা বা অপর কোনো মাধ্যমে অর্থ প্রদান করার সময় নির্ধারিত হারে বিক্রয়কর প্রদান করবেন।"

XXX XXX XXX

"ধারা নং ৪৪(১) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজ্য সরকার
নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারবে।

(২) পূর্ববর্তী ধারণার সার্বজনীনতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, এই জাতীয়
নিয়মগুলিকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে -

(ক) এই আইনের প্রয়োজনে নির্ধারিত সমস্ত বিষয়;

(খ) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার জন্য নিযুক্ত আধিকারিকদের
কর্তব্য ও প্রয়োগ করার নিয়ম কানুন ;

(গ) এই প্রক্রিয়া পালন করার সময় এই আইনের অধীনে যে সমস্ত ফর্মগুলো
গৃহীত হবে ;

(ঘ) এই আইনের অধীন কর যে বিরতিতে ও পদ্ধতিতে প্রদেয় হবে;

(ঙ) যে তারিখে এবং যে কতৃপক্ষের নিকট রিটার্ন দাখিল করতে হবে;

(চ) যে পদ্ধতিতে অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে; (ছ) আবেদন, শংসাপত্র
এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য যদি কোনও ফি থাকে;

(জ) একজন ব্যাপারী কর্তৃক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতিগত প্রকৃতি;
এবং

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অন্য যে কোনও প্রয়োজনীয়
বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।

(৩) এই আইনের অধীন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেকটি বিধি, তৈরি হওয়ার পর
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বিধানসভার অধিবেশনে চলাকালীন , এক অধিবেশন অথবা
পরপর দুই বা ততোধিক অধিবেশনে গঠিত মোট চৌদ্দ দিনের জন্য বিধানসভার
সামনে পেশ করা হবে এবং যদি অধিবেশনগুলির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে, যে

অধিবেশনে এটিকে যেভাবে পেশ করা হয়েছে বা পরবর্তী কোনও অধিবেশনে বিধানসভা এই নিয়মের কোনও পরিবর্তন করতে সম্মত হয় যে, সেই নিয়মটি তৈরি করা উচিত নয়, তা হলে সেই নিয়মটি কেবল সেই ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে, যে ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সংশোধন করা হয়েছে অথবা তাহা কার্যকর করা হবে না। তবে সেই নিয়মের অধীনে করা কোনও সংশোধন বা বাতিলকরণ সেই নিয়মের অধীনে পূর্বে করা কোনও কিছুর বৈধতার উপর পক্ষপাতিত্ব করবে না।

XXX XXX XXX

বিধি ৩ক (১) - কোনও ব্যক্তিকে (এখানে এই নিয়মে ঠিকাদার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কাজের চুক্তি অনুসারে পণ্যের (পণ্যের বা অন্য কোনও আকারে) সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রদেয় মূল্যবান অর্থ প্রদানের কারণে এবং কোনও দায়বদ্ধতার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তি ঠিকাদারকে নগদ বা যে কোনও উপায়ে অর্থ প্রদানের সময়, আর. সি. সি সেতুর ক্ষেত্রে প্রদেয় করার জন্য বিলের মোট পরিমাণের ১.৫ শতাংশ এবং এই ধরনের কাজের চুক্তির জন্য আইনের ৩ক ধারার অধীনে এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে প্রদেয় করার জন্য বিলের মোট পরিমাণের ৪ শতাংশ কেটে নেবেন।

তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৯৮৯ সালের ১লা জানুয়ারির আগে যে সমস্ত চুক্তির জন্য ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছিল, সেগুলির জন্য কাজের চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারের বিল (গুলি) বা চালান (গুলি) থেকে এই ধরনের কোনও কর্তন করা হবে নাঃ

তবে এখানে শর্ত অনুযায়ী, এই নিয়মে উল্লিখিত করার পরিমাণের সমান যে কোনও অর্থ কর্তনের জন্য দায়বদ্ধ যে কোনও ব্যক্তি কাজের চুক্তি অনুসারে পণ্যগুলির জন্য প্রদেয় অর্থ ও সম্পূর্ণ আর্থিক লেনদেন বিবেচনার জন্য এবং সেই

ঠিকাদারের দ্বারা প্রদেয় করের পরিমাণের প্রারম্ভিক হিসাবনিকাশের জন্য বিষয়টি এলাকার এখতিয়ারভুক্ত কর সুপারিনটেনডেন্টের কাছে পাঠাতে পারেন।

(২) যে কোন উদ্দেশ্যে (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হোক বা না হোক) নগদ অর্থে প্রদানের জন্য অথবা যে কোন পদ্ধতিতে কোন পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের জন্য প্রদেয় মূল্য বা অর্থ বিবেচনার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন দায় পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তি এই ধরনের অর্থপ্রদানের সময়, এই ধরনের অধিকার হস্তান্তরের জন্য এই আইনের অধীনে প্রদেয় করের পূর্ণ সম্ভূষ্টির জন্য অথবা আংশিক বা ক্ষেত্রমত, এর চার শতাংশের সমান পরিমাণ কেটে নেবেনঃ তবে শর্ত অনুযায়ী, হস্তান্তরকারকের বিল (গুলি) বা চালান (গুলি) থেকে এই ধরনের কোনও কর্তন করা হবে না -

(ক) এই রূপ হস্তান্তরের কারণে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনের আগে পণ্য ব্যবহারের অধিকার ও হস্তান্তর বিষয়ে সম্মতি দিয়েছিল;

(খ) অর্থ প্রদানে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা হিসাবে যে অর্থ আদায় হয়েছে কোনো ব্যক্তির দ্বারা পণ্যের ক্ষতিসাদনের জন্য এবং যে ব্যক্তির কাছে এই ধরনের হস্তান্তর করা হয়েছিল।

(গ) এই আইনের ৩য় ধারার উপ-ধারা (২) ও (৩) এর অধীনে কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের হস্তান্তরের জন্য প্রাপ্ত মূল্যবান অর্থ।

৮.২ টি. এস. টি আইনের ধারা নং ৪৪ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকার টি. এস. টি বিধি প্রণয়ন করেছিল যা বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল। এই আইনের ধারা নং ৪৪ কে ন্যায় ভাবে পাঠে করলে বোঝা যায় এটি একটি বিধি তৈরির ক্ষমতা, এবং ইহাতে দেখা যায় যে ধারা নং ৪৪ এর অধীনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উৎসে কর কর্তন সহ পুনরুদ্ধারের বিষয় এর আওতার মধ্যে আনার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত।

৮.৩ টিএসটি আইনের ধারা নং ৩ কে আরোপ করার ধারা বলা যেতে পারে এবং কর প্রদানের দায় টি.এস.টি আইনের ধারা নং ৩ অনুযায়ী হবো টি.এস.টি আইনের ধারা ৩(১) অনুসারে প্রতিটি ব্যাপারীকে করযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে তার আর্থিক লেনদেনের উপর তফসিলের কলাম নং (৩) এ নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হবে। ১২.০৫.১৯৮৭ ইং থেকে ত্রিপুরা বিক্রয় কর (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ দ্বারা সন্নিবেশিত ধারা নং ৩(১) এর বিধান অনুসারে কোন উদ্দেশ্যে কোন পণ্য ব্যবহার করার অধিকার হস্তান্তরের উপর করের হার হবে ৪% (একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হোক বা না হোক)। ধারা নং ২(ছ)-এর অধীনে 'বিক্রয়' কথাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে নগদ অর্থের জন্য সম্পত্তির কোনো হস্তান্তর, পণ্যের জন্য বা বিলম্বিত অর্থ প্রদান বা অন্যান্য প্রদেয় মূল্যবান অর্থ, এবং কোনো পণ্য ব্যবহার করার অধিকারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের জন্য নগদ অর্থ অন্তর্ভুক্ত, বিলম্বিত অর্থপ্রদান বা অন্যান্য প্রদেয় মূল্যবান অর্থ। এবং এই ধরনের কোনো পণ্যের বিতরণ বা স্থানান্তর ওই ব্যক্তির দ্বারা ওই পণ্য বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে এবং সেই ডেলিভারি বা স্থানান্তর এবং সেগুলি ক্রয় করাকে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে এই ধরনের ডেলিভারি বা হস্তান্তর করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এইভাবে, যানবাহন সহ যেকোনো পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরকে ধারা নং ২ (ছ) (ii)-এর অধীনে 'বিক্রয়' বলে সংজ্ঞায়িত করা হবে। 'ব্যাপারী' শব্দটি টি.এস.টি আইনের ধারা নং ২ (খ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং এর অর্থ যে কোনও ব্যক্তি যিনি করযোগ্য পণ্য বিক্রি করেন। উপরে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, করযোগ্য পণ্যের বিক্রয় টি.এস.টি আইনের ধারা নং ২(ছ) অনুযায়ী হবে। অতএব, টি.এস.টি আইনের ধারা নং ২(খ) এবং ২(ছ)-এর সঙ্গে পঠিত ধারা নং ৩-এর সংমিশ্রণে যে কোনও পণ্য (যানবাহন সহ) ব্যবহারের অধিকারের যে কোনও হস্তান্তরকে 'বিক্রয়' হিসাবে গণ্য করা হবে এবং যে কোনও পণ্য / যানবাহন ব্যবহারের অধিকারের হস্তান্তরকারীকে ব্যাপারী বলা যেতে পারে এবং তার জন্য

ধারা নং ৩(১)-এর বিধান অনুসারে যে কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকারের যে কোনও হস্তান্তরের উপর ৪ শতাংশ হারে কর দিতে দায়বদ্ধ। অতএব, কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হারে কর প্রদানের দায়বদ্ধতা ধারা নং ৩ (১)-এর অধীনে থাকবে। সুতরাং, উত্তরদাতাদের পক্ষে বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু সরবরাহকারী/স্থানান্তরকারীদের তরফে কোন বিক্রয় বা পণ্য স্থানান্তর নেই এবং যেহেতু তারা টি.এস.টি আইনের অধীনে নথিবদ্ধ নয় সেই কারণে ৪ শতাংশ হারে কর প্রদানের প্রশ্ন উঠেনা এবং তাহা গ্রহণযোগ্যও নয়। এখানে লক্ষ করা যায় যে, টি. এস. টি আইনের ধারা নং ২ (খ) এবং ২ (ছ)-এর সঙ্গে পঠিত ধারা নং ৩ (১)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী কর প্রদানের দায়বদ্ধতা হস্তান্তরকারীর উপর থাকবে, যিনি কোনও পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করেন।

১. এখন এই আদালতের সামনে পরবর্তী যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে তা হল টি. এস. টি বিধি নং ৩ক (২) বিধি এবং ৪ শতাংশে হারে কর কেটে নেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক জারি করা স্মারকলিপি এবং হস্তান্তরকারীদের যে বিলগুলির জন্য অর্থ প্রদান করা হবে তা টি. এস. টি আইনের পরিপন্থী বলা যেতে পারে কিনা, এটি প্রতীয়মান হয় যে উচ্চ আদালত টি. এস. টি আইনের অধীনে উৎস থেকে কর কাটার কোনও বিধান নেই বলে পর্যবেক্ষণ করে এবং তাই এই নিয়মটি আইনের বাইরে যেতে পারে না। সেই কারণে উচ্চ আদালতের নেওয়া উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভুল। নিয়ম ৩ক(২) কে পুনরুদ্ধারের পদ্ধতিগত/প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। নিয়ম ৩ক(২) যাহা প্রদান করে তা কেবলমাত্র হলো এমন একটি পদ্ধতিগত/ব্যবস্থা যার জন্য পণ্য জন্মকারী ব্যক্তিকে উৎস থেকে কর কেটে নিতে হবে এবং তা রাজস্বের সঙ্গে জমা করতে হবে। এটি কোনওভাবেই কর বা করের দায়বদ্ধতার পরিবর্তন করে না এবং যাহা টি.এস.টি

আইনের ধারা নং ২ (খ) এবং ২ (ছ) এর সাথে পড়া টিএসটি আইনের ধারা নং ৩ (১) এর অধীনে প্রযোজ্য।

৯.১ এখানে পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, এই আইনের ধারা নং ৪৪-এর অধীনে নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বিধিগুলি তৈরী করা হয়েছে এবং এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং যেহেতু পণ্য ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তরের উপর কর প্রদান করার দায়বদ্ধতা এখনও ধারা নং ৩ (১)এর শর্তের অধীনে অব্যাহত থাকবে, উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেন ও তুলে ধরেন যে হস্তান্তরকারী/সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদেয় কর যে ব্যক্তি পণ্য জুয় করেছেন, তার কাছ থেকে উৎসতে কর কেটে কর আদায় করার এবং রাজস্বের সাথে সেটি জমা করে যে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া অথবা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিকে টি. এস. টি আইন এবং বিধিগুলির পরিপন্থী বলা যাবে না। পুনরাবৃত্তির আঁধারে, এটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বিধি নং ৩ক (২) কোনওভাবেই করের দায়বদ্ধতা বা কর প্রদানের দায়বদ্ধতাকে পরিবর্তন করে না। অতএব, উচ্চ আদালত টি. এস. টি বিধিমালা নং ৩ক (২)-এর ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং টি. এস. টি বিধিমালা নং ৩ক (২)-কে টি. এস. টি আইনের পরিপন্থী ঘোষণা করেও ভুল করেছে এবং উচ্চ আদালত রাজ্য সরকার কর্তৃক ও. এন. জি. সি এবং গেইল-এর মতো ভাড়াটেদের যানবাহন সরবরাহকারীদের সংশ্লিষ্ট বিল থেকে ৪ শতাংশের সমতুল্য পরিমাণ কেটে নেওয়ার জন্ম জারি করা স্মারকলিপি বাতিল ও বাতিল করার ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে ভুল করেছে।

১০. উপরোক্ত বিষয়গুলির বিবেচনায় এবং উপরে উল্লিখিত কারণে, বর্তমান আপিলগুলি সফল হয়। উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশ -কে এবং ত্রিপুরা বিজয় কর বিধি, ১৯৭৬-এর বিধি নং ৩ক (২) কে ত্রিপুরা বিজয় কর আইন, ১৯৭৬-এর নিয়মবিরুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা করা মাননীয় একক বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত অভিন্ন রায় এবং আদেশকে এবং তার সঙ্গে

ভাড়াকারীদের দ্বারা গাড়ির সরবরাহকারীদের সংশ্লিষ্ট বিল থেকে ৪ % হারে কর কাটার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা ১৯৭৬ সালের স্মারকলিপিকে খারিজ এবং বাতিল করে দেওয়া হল। প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

সেই অনুযায়ী বর্তমান আপিলগুলি মঞ্জুর করা হল কোনও খরচ নেই।

মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম আর শাহ

বিচারপতি শ্রী (কৃষ্ণ মুরারি)

নয়া দিল্লী

২৪এ মার্চ, ২০০৩

DISCLAIMER

“ The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.”